ফ্রান্স-বাংলাদেশ কালচার

France-Bangladesh Culture

দশ বছর ২৪ নং সংখ্যা শ্রাবণ ১৪১৪ সন | Juillet 2007 Dixième Année No : 24

সম্পাদকীয়

১৬৩০ সনে প্যারিসের কিছু আঁতেলেকচ্যুয়েল সপ্তাহের কোন এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হতেন। তারা তাদের আড্ডায় খোলামেলাভাবে ফরাসী সাহিত্য চর্চা নিয়েই বেশ সময় অতিবাহিত করতেন। তাদের এই অভ্যাসটা কালক্রমে নিয়মে পরিণত হয়। আর এ কথা জানতে পেরে কার্দিনাল রিশেলিয়্য এ সমন্ধে চিন্তা ভাবনা করেন। তিনি তাদের এই সম্মিলণীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে চান। আঁতেলেকচ্যুয়েলগণ অবশ্য কার্দিনাল রিশেলিয়্য এর অভিলাষের প্রতি কোন উচ্চবাচ্য করেনি কিম্বা কোন আগ্রহও দেখায়নি। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেওয়া হচ্ছে মানে তাদের আলাপের সবকিছুই নিয়মের আওতায় চলে আসছে অর্থাৎ আলাপনের আজাদী অনেকটা খর্ব হবে অপরদিকে শক্তিমান কার্দিনাল রিশেলিয়্য অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করারও কারো সাহসও ছিল না। রিশেলিয়্য নির্দিষ্ট করে দেন যে একাডেমীর সদস্যসংখ্যা হবে ৪০ জন এবং ১৬৩৪ সনের ১৩ই মার্চ তাদের প্রথম অধিবেশন বসে। এভাবে এখন থেকে ঠিক ৩৭২ বছর আগে অর্থাৎ ১৬৩৫ সনে কার্দিনাল রিশেলিয়্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় আকাদেমী ফ্রঁসেজ বা ফরাসী একাডেমী। শুরুতেই এর সদস্য ৪০ ছিল না। কারণ একত্রে ফ্রান্সের তথা বিশ্বের ফরাসীভাষী আঁতেলেকচ্যুয়েলদের সমবেত হতে সময় লেগেছে। ১৬৩৯ সনে ফরাসী একাডেমীর সদস্যসংখ্যা ৪০ এ উত্তীর্ণ হয়। এবং সেই থেকে ৩৭২ বছর পর এখন পর্যন্ত একাডেমীর রত্ন সংখ্যা চলি-শ রয়েছে। ফরাসী একাডেমীর প্রধান মিশন হচ্ছে ফ্রান্স তথা সারা বিশ্বের ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের তদারকী ও নিয়ম কানুনের মাধ্যমে তার নিয়ন্ত্রণ করা। ১৬৯৪ ফরাসী একাডেমী প্রথম ফরাসী ডিক্সনারী প্রকাশ করে সেই থেকে এখন পর্যন্ত কোন্ বিদেশী শব্দটি ফরাসী ভাষায় প্রবেশ করবে তা একাডেমী নিয়ন্ত্রণ করে। একাডেমী প্রতি বছর বিভিন্ন ভাষার অনেক বিদেশী শব্দ ফরাসী ভাষায় আত্মীভূত করে আসছে। বাংলা ভাষার চর্চা অনেকদিন আগ থেকে চলে আসলেও দীর্ঘদিন ধরে তার দেখভাল করা কিম্বা সহায়তার জন্য এ রকম বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। তৎকালিন পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে ১৯৬৪ সনে প্রথমবারের মত ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমী। সে আমলে বাংলা ভাষার উন্নয়ণে প্রতিষ্ঠানটি অনেক বড় বড় অবদান রেখেছে। এখনও প্রতিষ্ঠানটি কিছু বাস্তবমূখী পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু আজকাল দেশের বিভিন্ন পত্রিকার লেখালেখী, বাংলা বানানের হাল এবং বিভিন্ন প্রকাশনার বইপত্র দেখলে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ কোন ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। সারা বিশ্বের বাংলাভাষার তদারকী ও নিয়মকানুনের দেখভাল করা তো দূরের কথা বাংলাদেশে ভাষা ও সাহিত্যের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ এবং একাডেমী যদি খেয়াল না করে তবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাহিত্যের কোন দিকনিশানা নির্ণয় করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। আমরা হয়তো যা আছে তাই নিয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করতে পারি কিন্তু আমাদের বাইরেও বিরাট এক সাহিত্যের জগত আছে সেদিকের মানের প্রতিও খেয়াল দেওয়া কর্তব্য।

Editorial

En 1630, un groupe d'intellectuels de Paris se rassemblait chaque semaine à une heure fixée pour discuter sur la littérature et la culture. Petit à petit, cette pratique est devenue une norme. Le Cardinal de Richelieu, ayant entendu parler de ces réunions, s'est penché sur ce sujet. Il a eu l'idée d'institutionnaliser ces réunions. Les intellectuels n'ont pas apprecié le souhait du Cardinal, mais ils n'ont pas osé relever le propos. Ils avaient bien compris que par conséquent, cette institutionnalisation les soumettait au règlement et qu'ils perdaient une partie de leur liberté d'expression. Le Cardinal de Richelieu fixa à quarante le nombre de savants pour l'académie établie et la première séance eut lieu le 13 mars 1634. Ainsi, il y a de cela 372 années, en 1635, le Cardinal de Richelieu créait l'Académie Française. Au début, l'Académie ne comptait pas encore ses quarante membres, car il a fallu du temps pour rassembler les intellectuels français provenant du monde entier. Ce n'est qu'en 1639 que l'Académie réunissait pour la première fois le quorum de quarante savants. Jusqu'à aujourd'hui, à l'âge de 372 ans, l'Académie est toujours aussi respectée et compte quarante membres. Le but principal de l'Académie est de surveiller le devenir de la langue française dans le monde et de la contrôler par des règles. En 1694, l'Académie Française publiait son premier dictionaire de la langue française. Aujourd'hui encore, l'Académie contrôle les mots étrangers qui entrent dans la langue française. Chaque année, de nombreux mots étrangers sont assimilés par la langue française. La langue bangla se pratique depuis longtemps mais il n'y a pas d'institution pour la surveiller ou l'aider. En 1964, l'Académie Bangla a été fondée à Dacca par l'initiative du gouvernement du Pakistan. Elle a alors fait une remarquable contribution pour le développement de la langue bangla à cette époque. Aujourd'hui encore, elle prend quelques démarches pragmatiques. Mais si on lit les articles dans les journaux du Bangladesh, que l'on voit l'orthographe dans les livres et publications des maisons d'éditions, on ne perçoit pas le rôle de cette institution. Surveiller la langue bangla de par le monde est une utopie. On ne trouve pas le moindre côntrole sur la langue et la littérature du Bangladesh. Si l'autorité et l'Académie ne font pas plus attention, peut-être que dans le future proche il sera très difficile pour la littérature du Bangladesh de trouver le bon chemin et la bonne destination. Nous pouvons être satisfait par nous-mêmes de ce que nous avons déjà ou de ce que nous possédons déjà, mais il faut aussi bien veiller à la qualité de notre littérature et l'évaluer par rapport à la littérature du reste du monde.